দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 15 MAY 2008
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

ইবিতে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপে সংঘর্ষ ॥ আহত ১০

ইবি সংবাদদাতা ॥ বহিরাগত যুবক কর্তৃক সভাপতিকে লাঞ্ছিত করার জের ধরে বুধবার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছে। এ ঘটনায় বর্তমানে উভয় গ্রুপের কর্মীদের মাঝে উত্তেজনা বিরাজ করছে। বিদ্রোহী গ্রুপটির আজ বৃহস্পতিবার ক্যাম্পাসে প্রস্তুতি নিয়ে সংঘর্ষের ঘোষণায় যে কোন মুহূর্তে ফের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কা করা হচ্ছে।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, বুধবার সকাল ১০টার দিকে অনুষদের পূর্ব পার্শ্বের আমতলায় ছাত্রলীগের টেন্টে বসে রেন্টু নামের এক স্থানীয় বহিরাগত যুবক ইবি শাখা সভাপতি শাহানুর আলম কেরামতের নামে বিষোদগার করতে থাকে। এতে কর্মীদের সামনে বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন ছাত্রলীগ সভাপতি কেরামত। তিনি তাঁকে দলীয় টেন্ট ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সে স্থানীয় প্রভাব দেখিয়ে কেরামতকে অকথ্য ভাষায় গালি দেয় ও লাঞ্ছিত করে। টেন্টে উপস্থিত ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা এ ঘটনার প্রতিবাদ জানায়। এ সময় লেনিন, জাহাঙ্গীর হোসেন নামের দুই ছাত্রলীগ কর্মী বহিরাগত যুবকের পক্ষ নিয়ে সভাপতি কেরামতের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হয় এবং তাকে

(১১-পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

ইবিতে ছাত্রলীগের

(১২-এর পৃষ্ঠার পর)

ফের হেনস্থা করার চেষ্টা করে। এ খবর ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়লে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের মাঝে উত্তেজনা দেখা দেয়। বহিরাগতদের নিয়ে জাহাঙ্গীরের নেতৃত্বে বিদ্রোহী গ্রুপটি ক্যাম্পাসে মহড়া দিতে থাকে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আওয়ামী লীগপন্থী শিক্ষকরা দু'গ্রুপের মধ্যে সমঝোতার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। দুপুর ২টার দিকে জাহাঙ্গীরের নেতৃত্বে থাকা গ্রুপ থেকে লেনিন আহমেদ নামের এক কর্মী ছাত্রলীগের সভাপতি গ্রুপকে লক্ষ্য করে আকস্মিকভাবে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করলে দু'গ্রুপে সংঘর্ষ বেধে যায়। দফায় দফায় ধাওয়া পাল্টাধাওয়া চলাকালে উভয় গ্রুপের অন্তত ১০ জন আহত হয়। আহতের মধ্যে বিপুল, সুমন, রাহাত, ফরহাদ ও শাহিনের নাম জানা গেছে। তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

চট্টগ্রাম কমার্স কলেজে সংঘর্ষ

চট্টগ্রাম থেকে স্টাফ রিপোর্টার জানান, চট্টগ্রাম থেকে স্টাফ রিপোর্টার জানান, চট্টগ্রাম সরকারী কমার্স কলেজে অনার্সে শূন্য আসনে ছাত্র ভর্তিকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের সংঘর্ষে অন্তত ৩ জন আহত হয়েছে। এ ঘটনায় পুলিশ ৯ জনকে গ্রেফতার করেছে। বুধবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও কলেজ সূত্র জানায়, কমার্স কলেজে অনার্সে ৯টি শূন্য আসন ছিল। মেধা অনুসারে এসব আসনে ছাত্র ভর্তির কথা থাকলেও ছাত্রলীগের দু'টি গ্রুপ নিজেদের পছন্দমতো ছাত্র ভর্তি করাতে তৎপর হয়ে ওঠে। এ নিয়ে মঙ্গলবার শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্রদের একদফা বাকবিতণ্ডাও হয়। বুধবার দুপুরে ছাত্রলীগের এক গ্রুপের কয়েক নেতাকর্মী অধ্যক্ষের কক্ষে ঢুকে ফরম নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালায়। এ সময় অন্য গ্রুপের কর্মীরা বাধা দিলে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। বেলা সাড়ে ১২টা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত চলে এ সংঘর্ষ। উভয় পক্ষ এ সময় ইটপাটকেল ও লাঠিসোটা নিয়ে একে অপরের ওপর চড়াও হয়। এতে মোহাম্মদ শাহ নুরসহ তিন ছাত্রলীগ কর্মী আহত হয়। এ ঘটনায় পুলিশ কমার্স কলেজ